সূরা কাহাফ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"সূরা কাহাফ খন্ড ৮"**

সূরা আল কাহাফ ১১০ টি আয়াত রয়েছে। এই সূরাটি মক্কায় অবর্তীণ হয়। ইহুদিদের পরামর্শে মক্কায় মোশরেকেরা রাসূল (স:) কে তিনটি প্রশ্ন করেছিলেন : (১) আসহাবে কাহাফের ঘটনাটা কি ? (২) মুসা ও খিজিরের ঘটনা বলুন। (৩) জুলকারনাইন সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করুন।

ইহুদি ও মোশরেকদের ধারণা ছিলো রাসূল (স:) এর উত্তর দিতে পারবেন না। তখনি আল্লাহ তায়ালা এ সূরার মাধ্যমে এ প্রশ্নের উত্তর রসূলকে জানিয়ে দেন। মোট ৬০ টি আয়াতে এই তিনটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। বাকি ৫০ টি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের আকিদা সংক্রান্ত বিষয়গুলো বর্ণনা করেছেন। সূরা কাহাফকে মোট ১০টি খন্ডে বিভক্ত করে বিষয়গুলো কোরআনের ধারাবাহিকতা অনুসারে বর্ণনা করা হবে ইনশাল্লাহ।

সূরা কাহাফের ৭ম খন্ডের বিষয়বস্তু হচ্ছে: **"মুসা ও খিযিরের ঘটনা।"**

কাফের ও মুমিনদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য সম্পর্কে সজাগ করে মুসা ও খিযিরের ঘটনা বর্ণনা করার মূল উদ্দেশ্য। দুনিয়ায় যা কিছু ঘটে মানুষের স্থূল দৃষ্টি তা থেকে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ফল গ্রহণ করে। কারণ আল্লাহ যে উদ্দেশ্য ও কল্যাণ নিয়ে কাজ করেন তা তার জানা থাকে না।

জালেমরা স্ফীত হচ্ছে, উন্নতি লাভ করছে অথচ নিরাপরাধরা কষ্ট ও সংকটের আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে। নাফরমানদের প্রতি অজস্রধারায় অনুগ্রহ বর্ষিত হচ্ছে অথচ আনুগত্যশীলদের ওপর বিপদের পাহাড় ভেঙে পড়েছে। অসৎ লোকের আরাম আয়েশে দিন যাপন করছে এবং সৎলোকেদের দুরস্থার শেষ নেই।

এগুলো দেখে কাফেরদের মনে ধারণা জন্মে তারা দুনিয়ায় যা কিছু ইচ্ছা অন্যায় অত্যাচার করতে পারবে তাদের পাকড়াও করার কেউ নেই। অন্যদিকে ম'মিন মনমরা হয়ে পড়ে এবং অনেক সময় কঠিন পরীক্ষাকালে তারা ভিতও নড়ে যায়।

মুসা ও খিযিরের ঘটনা কোথায় ঘটেছিল এ সম্পর্কে তফসীরকারকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে সম্ভবত ঘটনাটি সুদানের রাজধানী খাতুর্মের কাছে বাহারুল আবইয়াদ (White Nile) বাহারুল আযরাক (Blue Nile) সাদা ও নীল নদীর সংযমস্থলে ঘটে থাকবে (আল্লাহ ভাল জানেন)। মুসা (আ:) কে নবুয়ত দানের পূর্বে দুনিয়া পরিচালনার গুঢ় রহস্য সম্পর্কে জ্ঞান দানের জন্যে আল্লাহ তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন খিযিরের সঙ্গে দেখা করার।সে মোতাবেক মুসা মিসর থেকে থেকে সুদান গিয়েছিলেন।

খিযির মানুষের আকৃতি ধারন করলেন ও তিনি আল্লাহর সৃষ্টি অন্য মানুষের মতো মানুষ ছিলেন না। যারা শুধু আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন করে থাকেন। হয়তবা ফেরেস্তা ছিলেন অথবা অন্য কোন সৃষ্টি যারা শুধু আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন করে থাকেন।

তার দুটি কাজ নৌকায় ছিদ্র করে দেয়া এবং একটি বালককে হত্যা করা, মানুষকে যে শরীয়ত দেয়া হয়েছে- তা অনুমদন করে না। এ দুটি কাজ কোন মানুষ শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ যা উদেশ্য ও কল্যাণ নিয়ে কাজ করেন, তা মানুষের স্থূল দৃষ্টি অনুধাবন করতে অক্ষম। যেমন যে অন্যায় কাজ করে তাকে দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টির জন্য আল্লাহ অবকাশ দান করতে থাকেন কিন্তু দুনিয়ায় পাকড়াও করেন না।

ফেরেস্তাদের দিয়ে আল্লাহ সে সমস্ত কাজ করেন, তা মানুষের বুদ্ধির ও শরীয়তের সীমার জ্ঞানের বাইরে।এ গুলোর মধ্যেও কল্যাণ নিহিত রয়েছে যা মানুষ তাৎক্ষণিকভাবে অনুধাবন করতে পারে না।

<u>পবিত্র কোরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন:</u>

১.স্মরণ কর, মুসা তার মালিককে বলেছিল: দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে না পৌছে আমি থামবো না।

স্মরণ কর, যখন মূসা তাঁর যুবক (সঙ্গী) কে বললেনঃ দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে না পৌছা পর্যন্ত আমি আসব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব। (সূরা কাহাফ ১৮:৬০)

২. তারা যখন দুই সমুদ্রের মিলনস্থল পৌঁছে, তখন তাদের মাছটির কথা ভুলে যায়।

অতঃপর যখন তাঁরা দুই সুমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌছালেন, তখন তাঁরা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেলেন। অতঃপর মাছটি সমুদ্রে সুড়ঙ্গ পথ সৃষ্টি করে নেমে গেল। (সূরা কাহাফ ১৮:৬১)

৩. মুসা তার সাথিকে বললো, আমাদের সকালে নাস্তা (মাছ) দাও।

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰىهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا ۫ لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا
هٰذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾

যখন তাঁরা সে স্থানটি অতিক্রম করে গেলেন, মূসা সঙ্গী কে বললেনঃ আমাদের নাশতা আন। আমরা এই সফরে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। (সূরা কাহাফ ১৮:৬২)

৪. সাথি বললো: আমরা যখন পাথরখন্ডে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, তখন মাছটি বিস্ময়কর ভাবে নিজের পথ তৈরী করে নিয়ে সমুদ্রে নেমে গিয়েছিল।

قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَاۤ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّيْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ ۫ وَ مَاۤ
اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِي الْبَحْرِ ۖ عَجَبًا ﴿٦٣﴾

সে বললঃ আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন শিলাখন্ডে বিশ্রাম নিয়েছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। শয়তানই আমাকে একথা স্মরণ রাখতে ভুলিয়ে দিয়েছিল। মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে নিজের পথ করে নিয়েছে। (সূরা কাহাফ ১৮:৬৩)

৫. তখন তারা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চলল।

قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۖ فَارْتَدَّا عَلٰۤى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾

মূসা বললেনঃ আমরা তো এ স্থানটিই খুঁজছিলাম। অতঃপর তাঁরা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললেন। (সূরা কাহাফ ১৮:৬৪)

৬. সেখানে তারা আমার দাসদের এমন একজনকে পেয়ে গেলো, যাকে আমি দান করেছিলাম বিশেষ এক এলেম (জ্ঞান)।

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ
مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾

অতঃপর তাঁরা আমার বান্দাদের মধ্যে এমন একজনের সাক্ষাত পেলেন, যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে রহমত দান করেছিলাম ও আমার পক্ষ থেকে দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান। (সূরা কাহাফ ১৮:৬৫)

৭. মুসা বললো: আপনাকে যে জ্ঞান দান করা হয়েছে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য আমি কি আপনার সাথী হতে পারি ?

قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾

মূসা তাঁকে বললেনঃ আমি কি এ শর্তে আপনার অনুসরণ করতে পারি যে, সত্যপথের যে জ্ঞান আপনাকে শেখানো হয়েছে, তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন? (সূরা কাহাফ ১৮:৬৬)

৮. সে মুসাকে বললো: আপনি আমার সাথে চলে সবর করতে পারবেন না।

قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾

তিনি বললেনঃ আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য্যধারণ করে থাকতে পারবেন না। (সূরা কাহাফ ১৮:৬৭)

৯. সে আরও বললো: আপনি কেমন করে সবর করবেন, যে বিষয়ের জ্ঞান আপনার আয়ত্তে নেই।

যে বিষয় জ্ঞান আপনার আয়ত্তাধীন নয়, তা দেখে আপনি ধৈর্য্যধারণ করবেন কেমন করে? (সূরা কাহাফ ১৮:৬৮)

১০. মুসা বললো: ইনশাল্লাহ, আল্লাহ আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।

মূসা বললেনঃ আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্য্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য করব না। (সূরা কাহাফ ১৮:৬৯)

১১. সে বললো: আপনি যদি আমার সাথি হনই, তবে আমি নিজের থেকে না বলা পর্যন্ত আপনি আমাকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করবেন না।

তিনি বললেনঃ যদি আপনি আমার অনুসরণ করেনই তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজেই সে সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলি। (সূরা কাহাফ ১৮:৭০)

১২. মুসা বললো: আপনি কি আরোহীদের ডুবিয়ে দেয়ার জন্য ছিদ্র করে দিলেন নৌকাটি?

فَانْطَلَقَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا
لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿٧١﴾

অতঃপর তারা চলতে লাগলঃ অবশেষে যখন তারা নৌকায় আরোহণ করল, তখন তিনি তাতে ছিদ্র করে দিলেন। মূসা বললেনঃ আপনি কি আরোহীদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্যে এতে ছিদ্র করে দিলেন? নিশ্চয়ই আপনি একটি গুরুতর মন্দ কাজ করলেন। (সূরা কাহাফ ১৮:৭১)

১৩. সে বললো: আমি কি আপনাকে বলিনি, আপনি আমার সাথে কিছুতেই সবর করতে পরবেন না।

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾

তিনি বললেনঃ আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য্য ধারণ করতে পারবেন না? (সূরা কাহাফ ১৮:৭২)

১৪. মুসা বলল: আমার ভুলের জন্যে আপনি আমাকে পাকড়াও করবেন না।

قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٧٣﴾

মূসা বললেনঃ আমাকে আমার ভুলের জন্যে অপরাধী করবেন না এবং আমার কাজে আমার উপর কঠোরতা আরোপ করবেন না। (সূরা কাহাফ ১৮:৭৩)

১৫. সে একটি বালককে হত্যা করলো। মুসা বলল: হত্যার অপরাধ ছাড়াই আপনি একজন নিষ্পাপ ব্যক্তিকে হত্যা করলেন।

অতঃপর তারা চলতে লাগল। অবশেষে যখন একটি বালকের সাক্ষাত পেলেন, তখন তিনি তাকে হত্যা করলেন। মূসা বললেন: আপনি কি একটি নিস্পাপ জীবন শেষ করে দিলেন, হত্যার অপরাধ ছাড়াই ? নিশ্চয়ই আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন। (সূরা কাহাফ ১৮:৭৪)

১৬. সে বললো: আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি আমার সাথে সবর করতে পরবেন না।

তিনি বললেনঃ আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারবেন না। (সূরা কাহাফ ১৮:৭৫)

১৭. মুসা বললো: এরপর যদি কোনো বিষয়ে আমি আপনকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি আমাকে আর সঙ্গে রাখবেন না।

মূসা বললেনঃ এরপর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে সাথে রাখবেন না। আপনি আমার পক্ষ থেকে অভিযোগ মুক্ত হয়ে গেছেন। (সূরা কাহাফ ১৮:৭৬)

১৮. তারা উভয়ে চলতে চলতে এক গাঁয়ের অধিবাসীদের কাছে খাবার চাইলো, তারা দিতে অস্বীকার করলো। সে হেলে থাকা একটি দেয়াল দাঁড় করিয়ে মজবুত করে দেয়। মুসা বললো: আপনি এ কাজের জন্য পারিশ্রমিক নিতে পারতেন।

فَانْطَلَقَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ
يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ ۖ
قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

অতঃপর তারা চলতে লাগল, অবশেষে যখন একটি জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌছে তাদের কাছে খাবার চাইল, তখন তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। অতঃপর তারা সেখানে একটি পতনোম্মুখ প্রাচীর দেখতে পেলেন, সেটি তিনি সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। মূসা বললেনঃ আপনি ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে এর পারিশ্রমিক আদায় করতে পারতেন। (সূরা কাহাফ ১৮:৭৭)

১৯. সে বললো: এখানেই আমার সাথে আপনার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলো। আমি তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি, যে বিষয়ে আপনি সবর করতে পারেন নি।

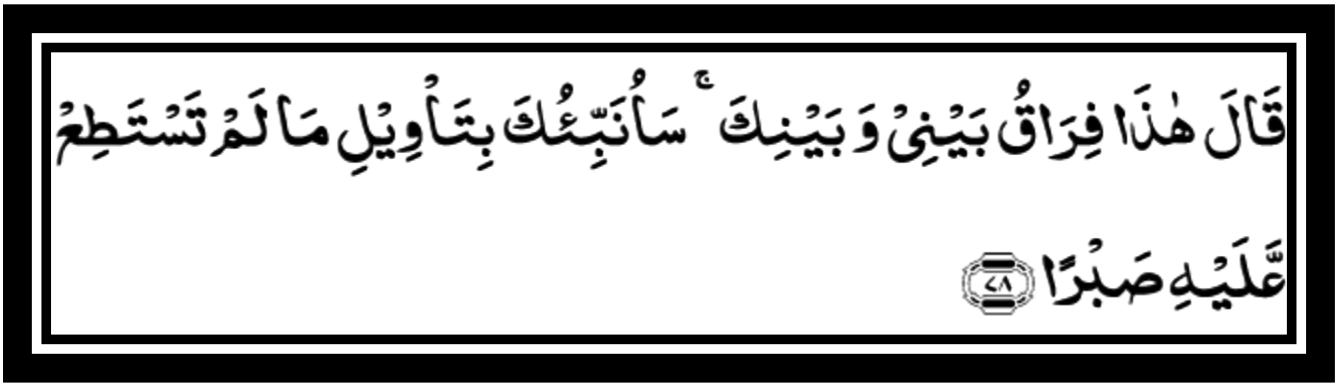
قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ
عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾

তিনি বললেনঃ এখানেই আমার ও আপনার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হল। এখন যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য্য ধরতে পারেননি, আমি তার তাৎপর্য বলে দিচ্ছি। (সূরা কাহাফ ১৮:৭৮)

২০. আমি নৌকাটি ত্রুটি যুক্ত করার কারণ যাতে করে রাজা জোরপূর্বক নৌকাটি ছিনিয়ে না নেয় (রাজা সব নৌকা জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়, কিন্তু ত্রুটি যুক্ত হলে নেবে না)।

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ
أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

নৌকাটির ব্যাপারে-সেটি ছিল কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তির। তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষন করত। আমি ইচ্ছা করলাম যে, সেটিকে ত্রুটিযুক্ত করে দেই। তাদের অপরদিকে ছিল এক বাদশাহ। সে বলপ্রয়োগে প্রত্যেকটি নৌকা ছিনিয়ে নিত। (সূরা কাহাফ ১৮:৭৯)

২১. আর বালকটির (যাকে হত্যা করেছি) বাবা মা মুমিন। আমাদের আশংকা হয়, সে অবাধ্যতা ও কুফরীর মাধ্যমে বাবা মাকে বিব্রত করবে।

وَأَمَّا الْغُلَٰمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا
طُغْيَٰنًا وَكُفْرًا ﴿٨٠﴾

বালকটির ব্যাপার, তার পিতা-মাতা ছিল ঈমানদার। আমি আশঙ্কা করলাম যে, সে অবাধ্যতা ও কুফরীর দ্বারা তাদেরকে প্রভাবিত করবে। (সূরা কাহাফ ১৮:৮০)

২২. আমরা চাইলাম, তাদের প্রভু যেন তাদেরকে (বাবা মাকে) ওর (বালকটির) পরিবর্তে উত্তম, পবিত্র ও ভক্তি ভালোবাসার নৈকট্য লাভকারী সন্তান দান করেন।

فَأَرَدْنَآ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَوٰةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾

অতঃপর আমি ইচ্ছা করলাম যে, তাদের পালনকর্তা তাদেরকে মহত্তর, তার চাইতে পবিত্রতায় ও ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর একটি শ্রেষ্ঠ সন্তান দান করুক। (সূরা কাহাফ ১৮:৮১)

২৩. আর প্রাচীরের বিষয়টি হলো, ওটি ছিলো দুই এতিম কিশোরের। তাদের পিতা ছিলেন একজন পূন্যবান ব্যক্তি। প্রাচীরের নিচে আছে তাদের (কিশোরদের) গুপ্তধন। আপনার প্রভু দয়া করে চাইলেন তারা বয়স প্রাপ্ত হোক এবং নিজেদের ধনভাণ্ডার উদ্ধার করুক। আমি কিছুই নিজে থেকে করি নি।

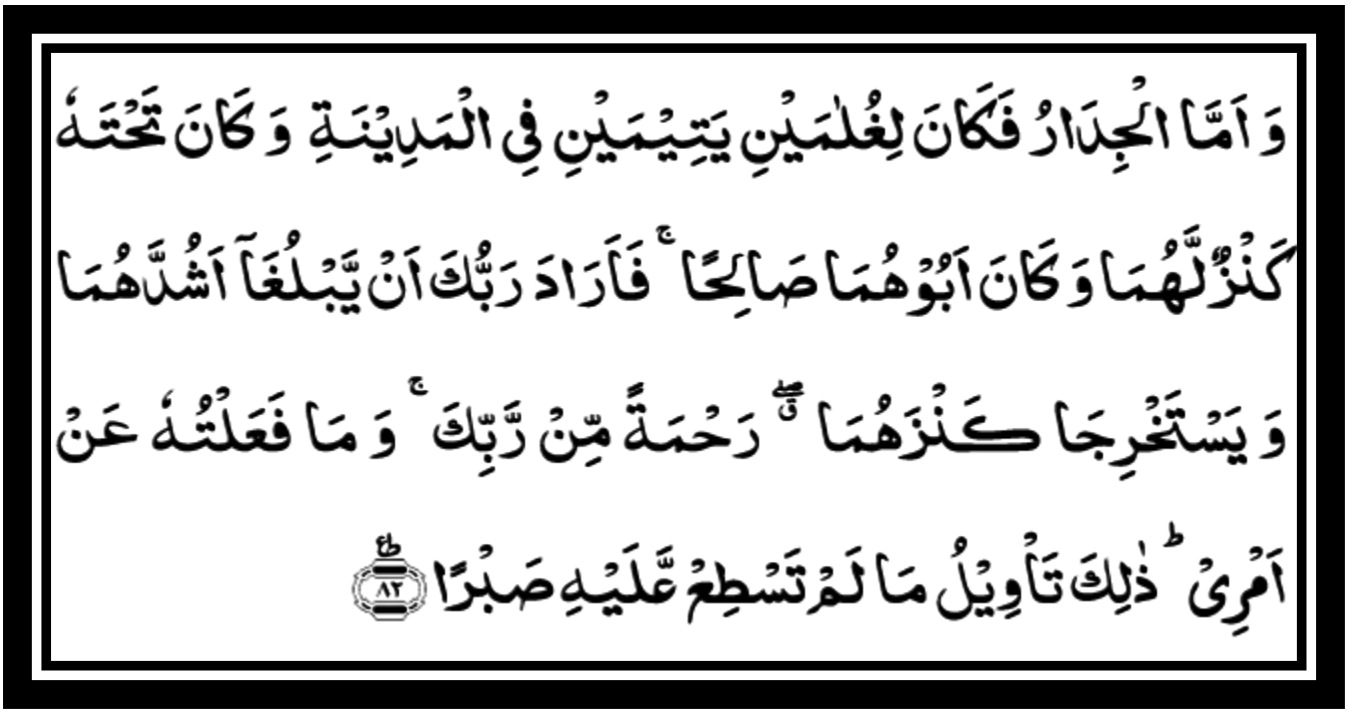
وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ
كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ۚ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا
وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا ۖ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ
أَمْرِي ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾

প্রাচীরের ব্যাপার-সেটি ছিল নগরের দুজন পিতৃহীন বালকের। এর নীচে ছিল তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল সৎকর্ম পরায়ন। সুতরাং আপনার পালনকর্তা দায়বশতঃ ইচ্ছা করলেন যে, তারা যৌবনে পদার্পন করুক এবং নিজেদের গুপ্তধন উদ্ধার করুক। আমি নিজ মতে এটা করিনি। আপনি যে বিষয়ে ধৈর্য্যধারণ করতে অক্ষম হয়েছিলেন, এই হল তার ব্যাখ্যা। (সূরা কাহাফ ১৮:৮২)

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, পৃথিবীতে আল্লাহর কর্মকান্ড তার নিজস্ব পরিকল্পনা অনুসারে পরিচালিত হয়। সবকিছুর ব্যাখ্যা, রহস্য আমাদের বোধগম্য হয় না। কিন্তু আমাদের সবর অবলম্বন করতে হবে এবং আল্লাহর উপর অসীম বিশ্বাস ও নির্ভরতা অবলম্বন করে যেতে হবে। কখনোই ধৈর্যহারা হয়ে আল্লাহর কর্মকান্ডের উপর বিরক্তি পোষণ করা যাবে না। অসুখ হলেও ধৈর্য ধারণ করতে হবে, বিপদ আসলেও ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করে যেতে হবে, এবং তাকে সর্বদা স্মরণ করতে হবে। আমরা যেটাকে অকল্যাণকর মনে করছি, হতে পারে সেটা আমার জন্য কল্যাণকর। ভালোভাবে বিশ্লেষণ করলে এটা অনেক সময় আমাদের বুঝে আসবে। আল্লাহ আমাদেরকে সবর ও তার উপর নির্ভরতা অবলম্বন করার তৌফিক দান করুন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু